চলার পথে মিউজিক ডিস্ক

ক্যাসেটের যুগ শেষ করে আমরা এসেছি ডিজিটাল যুগে। ক্যাসেট প্লেয়ারের জায়গা দখল করে নিয়েছে সিডি প্লেয়ার। গতানুগতিক ওয়াকম্যানও এখন আর নেই। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে এমপি-থ্রি প্লেয়ার তথা মিউজিক ডিস্ক। ফ্ল্যাশ মেমোরি বেজড্ এসব মিউজিক ডিস্ক সাইজে বেশ ছোট। ডিজিটাল সাউন্ড, ছোট সাইজ এবং এমপি-থ্রি গান লোড করার সুবিধা থাকায় মিউজিক ডিস্ক খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। বাংলাদেশের বাজারেও পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মিউজিক ডিস্ক। তবে মিউজিক ডিস্ক কেনার আগে এর কিছু ফিচার সম্পর্কে ধারণা রাখা জরুরি।

মিউজিক ডিস্কের জন্য স্টোরেজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হোম ইউজারদের জন্য ফ্ল্যাশ মেমোরি নির্ভর মিউজিক ডিস্ক অনেক স্বাচ্ছন্দ্যের। ফ্ল্যাশ-মেমোরি নির্ভর এমপি-থ্রি প্লেয়ার নিয়ে যত্রতত্র ঘোরাঘুরি, লাফালাফি ইত্যাদি করা যায়। বর্তমানে সর্বোচ্চ ৫১২ মেগাবাইট ক্যাপাসিটির মিউজিক ডিস্ক পাওয়া যাচ্ছে। এই মিউজিক ডিস্কে একসঙ্গে ১২০টি গান লোড করা যায়। তবে ঢাকার বাজারে সর্বোচ্চ ২৫৬ মেগাবাইট মিউজিক ডিস্ক পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার পছন্দের প্লেয়ারটি কেনার আগে কয়েক বার ট্রাই করুন। বিশেষ করে অন স্ক্রিন ডিসপ্লে, পিসি থেকে মিউজিক ট্রান্সফারের উপায়, হেডফোন ইত্যাদি ভালোভাবে লক্ষ্য করুন। প্লেয়ার থেকে পছন্দের গান বাছাই করতে অন স্ক্রিন ডিসপ্লে ভালো ভূমিকা রাখে। পিসি থেকে ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে প্লেয়ারে মিউজিক লোড করা একটি ভালো পদ্ধতি। তবে আপনি যদি সিডি নির্ভর এমপিথ্রি প্লেয়ারের প্রতি আগ্রহী হন তাহলে নিজের পছন্দের একটি মিউজিক সিডি সঙ্গে নিয়ে যান এবং পছন্দের প্লেয়ারে সিডিটি চালিয়ে দেখুন।

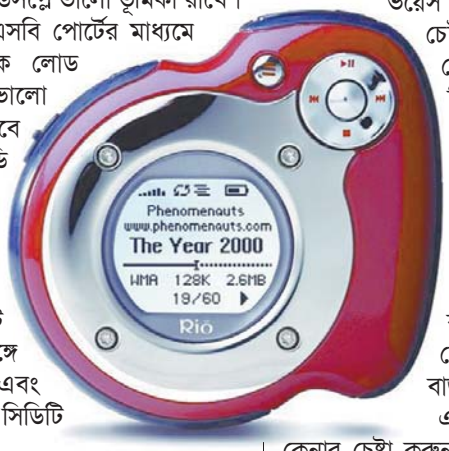

মিউজিক ডিস্কের ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কেমন তাও দেখুন। কারণ প্রায় প্রতিটি এমপি-থ্রি গানের সঙ্গে আর্টিস্ট নেম, টাইটেল, অ্যালবাম নেম ইত্যাদি থাকে। ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ঠিক থাকলে এসব তথ্য ডিস্কের ডিসপ্লেতে দেখা যাবে।

প্লেয়ারের পাওয়ার অপশনের দিকে নজর দিন। কিছু প্লেয়ারে বদলযোগ্য অ্যালকালাইন ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। আবার কিছু প্লেয়ারে রয়েছে বিল্ট ইন রিচার্জেবল ব্যাটারি। এমন প্লেয়ার ব্যবহার করা উচিত যাতে দু'ধরনের পাওয়ার সোর্সই আছে। বিল্ট ইন ছাড়াও সাধারণ রিচার্জেবল ব্যাটারি ব্যবহার করে মিউজিক ডিস্ক চালানো যায়।

বর্তমানে অনেক মিউজিক ডিস্কে ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ড করা যায়। ১২৮ মেগাবাইট একটি ডিস্কে ৯ ঘন্টারও বেশি ভয়েস রেকর্ড করা যায়। তাই চেষ্টা করুন ভয়েস রেকর্ডারযুক্ত মিউজিক ডিস্ক কিনতে। আপনার পছন্দের মিউজিক ডিস্কটি কি কি ফর্মেট সাপোর্ট করে তা খেয়াল করুন। বিশেষ করে এমপি-থ্রি ফর্মেটের বাইরে ডাব্লিউএমএ ও ওজিজি ফর্মেট সাপোর্ট করা প্লেয়ারগুলো মিউজিক শোনার ক্ষেত্রে আপনাকে বাড়তি স্বাধীনতা দেবে।

এফএম টিউনারযুক্ত প্লেয়ার কেনার চেষ্টা করুন। এটি কোনো অপরিহার্য বিষয় নয়, তবে একটি সুন্দর অপশনাল বিষয়। এটি থাকলে যখন তখন রেডিও এফএমে সুইচ করতে পারবেন।

ঘোরাঘুরি করে কেনাকাটা করুন। বর্তমানে বেশির ভাগ কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স বা কম্পিউটার বিক্রির দোকানে এমপিথ্রি প্লেয়ার/মিউজিক ডিস্ক পাওয়া যায়। তাই কেনার আগে বিভিন্ন শপে গিয়ে যাচাই-বাছাই করুন। বর্তমান ঢাকার বাজারে টুইনমোস ব্রান্ডের এমপিএম এস ১১ মডেলের দাম ১২৮ মেগাবাইট ৩৭০০ টাকা এবং ২৫৬ মেগাবাইট ৪৫০০ টাকা। ক্রিয়েটিভ ব্রান্ডের ২৫৬ মেগাবাইট ডিস্কের মূল্য ৯৫০০ টাকা। অকটেক ব্র্যান্ডের ১২৮ এমবি মিউজিক ডিস্কের দাম ২, ৯০০ টাকা এবং ২৫৬ এমবি'র দাম ৪,০০০ টাকা। জেট ফ্ল্যাশ ব্র্যান্ডের ২৫৬ এমবি'র দাম ৫,২০০ টাকা।

ঢাকার বাজারে বেশকিছু নকল ব্র্যান্ডের মিউজিক ডিস্ক পাওয়া যাচ্ছে। সনি, স্যামসাং ইত্যাদি জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের নাম লেখা থাকলেও আদতে এগুলো আসল নয়। সিঙ্গাপুর এবং চায়নার গ্রে মার্কেট থেকে জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের স্টিকার লাগিয়ে এগুলো আনা হয়। এসব নকল মিউজিক ডিস্কের স্থায়িত্ব খুব কম এবং এগুলোর ওয়ারেন্টিও দেয়া হয় না। সুতরাং নকল ব্র্যান্ডের মিউজিক ডিস্ক কিনে জীবনযন্ত্রণা বাড়াবেন না।

আরাফাতুল ইসলাম

ছবি : **লেখক**